هُوَالصَّفَاالزَّلَالُ لَايَثْبُتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَقْدَامُ الْعُلَمَاءِ

‘এ এক পিচ্ছিল পাথর; কেবল উলামাদের পা-ই এর উপর অবিচল থাকে।’

- আওয়ারিফ আল-মা’আরিফ, শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ারদী

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

[redacted]

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Slippery Stone-এর অনুবাদ

পিচ্ছিল পাথর

ইসলামের দৃষ্টিতে সঙ্গীত : একটি অনুসন্ধান

খালেদ বেগ

বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর
মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর

ড. হাবিব সিদ্দিকী
সমকালীন চিন্তাবিদ ও লেখক, ক্যালিফোর্নিয়া

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

পিচ্ছিল পাথর
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
01733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোন অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোন উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা প্রিন্ট শপার, ঢাকা: +৮৮০১৭১০৯০৮৬৯৩
রজব ১৪৩৮ হিজরী / এপ্রিল ২০১৭ ঈসায়ী
ISBN : 978-984-92291-1-7

প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
(Cover Picture : Courtesy by Openmind Press, California)
সহযোগী অনুবাদক : মাস'উদ শারীফ

মূল্য ■ চার শত আশি টাকা মাত্র
USD 19.95

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

খালিদ বেগ। ইসলাম এবং সমসাময়িক বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষক, লেখক। আমেরিকার ক্যালেফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত আল-বালাগ ই-জার্নালের সম্পাদক। এদেশে এ নামটি এখন অনেক পরিচিত। মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে তার বিখ্যাত অনুবাদগ্রন্থ *The Accepted Whispers* এর বাংলা অনুবাদ মুনাজাতে মাকবুল ছাপা হয়েছে বেশিদিন হয়নি। ইতিমধ্যে তা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের ইসলামী স্কলারদের মধ্যে তার কিতাবই উলামায়ে কেরামের নিকট বেশি সমাদৃত। এ কারণে মারকাযুদ দাওয়া আল-ইসলামীয়া বাংলাদেশ-এর স্বনামধন্য হাদীস বিশেষজ্ঞ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তার কিতাব অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছেন।[১] একই লেখকের আরেকটি প্রসিদ্ধ কিতাব *Slippery Stone* (An Inquiry into Islam's Stance on Music)। প্রয়োজনীয় অনুমতি সাপেক্ষে কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করে নামকরণ করা হয়েছে পিচ্ছিল পাথর (ইসলামের দৃষ্টিতে সঙ্গীত : একটি অনুসন্ধান)। এখানে আলোচ্য বিষয় সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর অবস্থান পর্যালোচনা করাই এ কিতাবের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমানে সঙ্গীত ও সুর নিয়ে মানুষ খুব ব্যস্ত, আবর্তিত এবং নিমগ্ন। তবে এর ব্যবহারের কোনো বিধান শরীয়তে আছে কিনা, এ ব্যাপারে তার কোনো চিন্তা নেই। ইসলামে সঙ্গীত হারাম হতে পারে, এ ধারণাও অনেকে বিশ্বাস করতে চান না। যারা সঙ্গীত চর্চা করেন না, তারাও এর মধ্যে ডুবে আছেন।

[১] মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, পথ ও পাথেয়, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা, পৃ. ৫৬৭

এমনকি যারা সঙ্গীত শোনেন না, তারাও। এটা হয়ত অনেকের বিশ্বাস হতে চাইবে না। কিন্তু বিষয়টি সত্য। খুব সতর্ক না হলে এর আওতার বাইরে থাকা মুশকিল।

মোবাইলের রিং টোন এখন নতুন আলোচ্য বিষয়। গানের আসরে না বসেও মানুষ নিজের অজান্তেই সঙ্গীত ও সুরের পৃষ্ঠপোষক হয়ে গেছে। পুরো সমাজ যখন এভাবে নিমজ্জিত, তখন এ আলোচনা অনেকের নিকট বিরক্তিকর হতে পারে। মূলত বিরক্তি পাকাপোক্ত করতেই এ আলোচনা যেন সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র থেকে ঘৃণায় দূরে সরে আসা যায়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ রচনা সার্থক। সঙ্গীতের ভক্ত, আসক্ত এবং নিরাসক্ত - সবার জন্যই এটা পড়া জরুরী। এ কিতাবের রচনাশৈলি, তথ্যবহুল আলোচনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সঙ্গীতের সৃষ্টি ও তা মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশের ইতিহাস - এক কথায় অসাধারণ। এটাকে একাডেমিক কিতাব হিসেবেও অধ্যয়ন করা যেতে পারে। কিতাবটি অবশ্যই বাংলা ভাষায় নতুন সংযোজন। সামগ্রিকভাবে এ বিষয়ে সম্ভবত এটিই একমাত্র কিতাব। আশা করি, সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকরা এতে দারুনভাবে উপকৃত হবেন।

কিতাবটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর সাহেব (খলীফা, প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম) টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসার অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস। তিনি সেখানে দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ হাদীসসহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে শরঈ ভিত্তিক যথার্থ শব্দ প্রয়োগ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আর ড. হাবিব সিদ্দীকি সাহেব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করে আমেরিকার প্রেস্টিজিয়াস ইউনিভার্সিটি অব সাউথার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলস থেকে পিএইচডি করেছেন এবং সেখানেই বসবাস করছেন। বর্তমানে মানবাধিকার, গ্লোবাল পলিটিকস, সামাজিক সচেতনতা, ইসলামী মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে লেখালেখি করছেন। মূলত লেখকের অনুরোধেই তিনি এ অনুবাদটি মূল ইংরেজি সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন। তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে এ মহান দায়িত্বটি সম্পন্ন করেছেন। আমি দু'জনের কাছেই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণ বদলা নসীব করুন।

মূল কিতাবটি ইংরেজি ভাষার কঠিন ধাঁচে লেখা। সহজবোধ্য শব্দে তার অনুবাদ করাও খুব কঠিন। এজন্য ভাষার উপর সুবিশেষ দখল এবং একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া জরুরী। আমার এসব যোগ্যতা নেই। আমি আলেমও নই। তবে আল্লাহ তা'আলা এদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার উসিলায় কিছু দ্বীনি অনুভূতি দান করেছেন। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এ অযোগ্যকে কঠিন কাজটি করার সৌভাগ্য নসীব করেছেন।

কিতাবটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক
৫৬/৩ ওয়াসা রোড, মানিক নগর
ঢাকা-১২০৩
[redacted]

উৎসর্গ

মুসলিম যুবকদের প্রতি
হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালারা সাবধান

WORDS FROM THE AUTHOR

It was about a year ago when Brother Muhammad Adam Ali contacted me seeking permission for publishing a Bangla translation of my book, *The Accepted Whispers*. I showed his work to two friends of mine living in the US, Dr. Abdul Awwal and Dr. Habib Siddiqui. Both praised his work. According to them it was a faithful translation from English and yet it reads like an original work in Bangla.

What more can one ask of a translation?

I not only gave my enthusiastic permission for that publication, but also asked him to consider translating my book on music (*Slippery Stone*). It turns out he was thinking of doing the same.

Slippery Stone is a more voluminous book and because of the subject matter, more challenging for any translator. Yet in less than a year he has produced a translation that is ready to go to the press. And I have been told once again by the reviewer that it is an outstanding work of translation.

All praise is to Allah, Most High, Who made Adam Ali an instrument of taking this work to places I could never have reached. I pray that Allah makes this work truly beneficial for the readers and a source of earning His pleasure for everyone who has helped in any form in producing it.

Khalid Baig
California

2 Rajab 1438/ 30 March 2017.

লেখকের কথা

প্রায় এক বছর আগে জনাব মুহাম্মাদ আদম আলী ভাই আমার একটি কিতাব, *The Accepted Whispers*, এর বাংলায় অনুবাদ প্রকাশ করার অনুমতি চেয়ে যোগাযোগ করেন। আমি তার অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি আমেরিকায় বসবাসরত আমার দু'জন বন্ধু ড. আব্দুল আউয়াল এবং ড. হাবিব সিদ্দিকীকে দেখতে দিয়েছিলাম। উভয়েই তার কাজের প্রশংসা করেন। তাদের মতে অনুবাদটি ছিল খুবই বিশ্বস্ত এবং তা বাংলায় রচিত মূল কিতাবের মতোই সুখপাঠ্য।

অনুবাদ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যায়?

আমি প্রফুল্লচিত্তে সেই কিতাবটি প্রকাশের কেবল অনুমতি দিয়েছি তা নয়, বরং তাকে সঙ্গীত বিষয়ক আমার আরেকটি কিতাব (*Slippery Stone*) অনুবাদের জন্য বিবেচনা করতে বলি। আর তখন জানতে পারি যে, তিনিও তা করার চিন্তা করছিলেন।

Slippery Stone কিতাবটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও বেশি। আর বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে কাজটি যে কোনো অনুবাদকের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জের। তারপরেও তিনি এক বছরের মধ্যে গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পাদন করেছেন এবং তা এখন ছাপার জন্য প্রস্তুত। কিতাবটির অনুবাদ পর্যালোচনা করে আমার বন্ধু আবারও জানিয়েছেন যে, এটি একটি অপূর্ব অনুবাদ।

মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা যিনি আদম আলী ভাইকে দিয়ে এই কাজটিকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যেখানে আমি কখনও পৌঁছতে পারতাম না। আমি দু'আ করি, আল্লাহ যেন কিতাবটিকে পাঠকদের জন্য সত্যিকার অর্থেই উপকারী বানিয়ে দেন। আর এ কিতাবটি প্রকাশের ব্যাপারে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্য এটি যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয়ে ওঠে!

খালেদ বেগ
ক্যালিফোর্নিয়া

২ রজব ১৪৩৮ / ৩০ মার্চ ২০১৭

সূচিপত্র

অবতরণিকা ১৪
মুখবন্ধ ১৭
ভূমিকা ২১

প্রথম পরিচ্ছদ : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম ও কাব্যচর্চা ৩৭
কবির ক্ষমতা ৩৭
ইসলামের দৃষ্টিতে কাব্যচর্চা ৪২
ইসলামের শুরুর দিকে মুসলমানগণ এবং তাদের কাব্যপ্রীতি ৪৭
আরবি কবিতার উপর ইসলামের প্রভাব ৫০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামের আগে-পরে সঙ্গীত ৬২
হুদা ও রাজায ৬২
সঙ্গীতের নানামুখী ব্যবহার ৬৫
খুলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগ ৭১
ইতিহাসে সঙ্গীত বিতর্ক ৮০
মুসলিম সমাজে সঙ্গীতবিশারদ ৮৩

তৃতীয় অধ্যায় : সঙ্গীত ও মিডিয়া বিপ্লব ৮৬
গ্রামোফোন: একজন গাউহার জানের আবির্ভাব ৮৭
রেডিও: উম্ম কুলসুমের প্রতাপ ৯১
সিনেমা : ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সুরেলা রানী ৯৮
টেলিভিশন ১০১
প্রযুক্তির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি ১০২
বৈশ্বিক বাজারের জন্য সর্বজনীন সংস্কৃতি ১০৬
হৃদয় ও মন জয় ১০৮

তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচ্যবিশারদ ১১২
ফারমারের আরবি সঙ্গীতের ইতিহাস ১১৫
শিলোয়াহর 'মহান সঙ্গীতের ধারা' ১২৬
ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মে সঙ্গীত ১৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ : কুয়াশার অন্ধকার দূরীকরণ

পঞ্চম অধ্যায় : শরীয়তের দলীল – আল-কুরআন ১৪১
যেসব আয়াত নিষেধাজ্ঞা নির্দেশ করে ১৪৩
যেসব আয়াতে অনুমতির ইশারা রয়েছে দাবি করা হয় ১৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : শরীয়তের দলীল – আল-হাদীস ১৭০
হাদীসসমূহ যেখানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ১৭১
যেসব হাদীসে অনুমতির ইশারা রয়েছে ১৯২
দুর্বল হাদীসের প্রসঙ্গ ২০৪

সপ্তম অধ্যায় : প্রথম যুগের মুসলমানদের অভিমত ২০৯

অষ্টম অধ্যায় : সামা – সুফীদের অভিমত ২১৬
ইমাম গাজালী রহ. (মৃ. ৫০৫/১১১১) ২২৯
আহমাদ আল-গাজালী (মৃ. ৫২০/১১২৬) ২৩৮
আব্দুল গনী আল-নাব্‌লসী (মৃ. ১১৪১/১৭২৯) ২৪২

নবম অধ্যায় : মালাহী (বাদ্যযন্ত্র) প্রসঙ্গে আলোচনা ২৫১
ইবনে হাযাম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪) ২৫১
ইবনে তাহির আল-মাকদিসি (মৃ. ৫০৭/১১১৩) ২৫৭
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া ২৬৬

দশম অধ্যায় : ফকীহদের রায়সমূহ ২৭৮
হানাফী মাযহাব ২৭৯
মালিকী মাযহাব ২৮৩
শাফেঈ মাযহাব ২৮৫
হাম্বলী মাযহাব ২৯৩
উপসংহার ২৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছদ : এখন আমরা কোথায়?

একাদশ অধ্যায় : আধুনিক মুসলিম সমাজে সঙ্গীত **৩০১**
লইস আল-ফারুকীর শব্দকলার ক্রমধারা ৩০২
যুবকদের রক্ষার কৌশল ৩০৭
নাশিদ শিল্পীগণ ৩১০
সঙ্গীত এবং কুরআন তিলাওয়াত ৩১৬

দ্বাদশ অধ্যায় : বিতর্কের উর্ধ্বে **৩২২**

পরিশিষ্ট-১ : নাশিদের ব্যাপারে রায় ৩২৯
পরিশিষ্ট-২ : ইতিহাসে সঙ্গীত বিতর্ক ৩৩৫
পরিশিষ্ট-৩ : সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৪৭
পরিশিষ্ট-৪ : নির্ঘণ্ট ৩৮১

গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৪

অবতরণিকা

এ কিতাবের লেখক, খালিদ বেগ, আমার বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আমাকে এই কিতাবের উপর এক অবতরণিকা লিখে দেওয়ার অনুরোধ করছেন। তার ধারণায় আমি এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। সত্যিকার অর্থে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমি নিজেকে এ কাজের যোগ্য মনে করি না। তদুপরি লেখকের নিজের চমৎকার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা থাকার পর এতে আর নতুন কিছু যোগ করার প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। তবু লেখকের বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খালিদ বেগ পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। তবে দীর্ঘ অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তিনি ইসলামী জ্ঞানেও উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত *Impact International* নামক সুপরিচিত ইংরেজি মুসলিম জার্নালের *First Thing First* শীর্ষক কলামে নিয়মিত লেখক হিসেবে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে যেসব জটিল ইস্যুর মুখোমুখি হচ্ছে, সেসব বিষয়ে তার ক্ষুরধার লেখনি তাকে পাশ্চাত্যের একজন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত সূফী শায়েখ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (মৃ. ১৯৪৩ খৃ.)-এর সংকলিত মুনাজাতে মাকবুল নামক সালাত ও দু'আ বিষয়ক জনপ্রিয় কিতাবটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। *The Accepted Whispers* নামে প্রকাশিত এই অনুবাদ গ্রন্থটি বেশ আগ্রহ ও উৎসাহের সাথেই গ্রহণ করে নিয়েছে ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিম পাঠকবর্গ।

লেখক এবার আরও একটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানোত্তীর্ণ কিতাব, *Slippery Stone* (পিচ্ছিল পাথর), রচনা করেছেন যেখানে ইসলামে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গতকারণেই নামকরণটি সার্থক হয়েছে। কারণ গান-বাজনা যে কারও জীবনের হঠাৎ ছন্দপতন ঘটিয়ে এমন নীচু পর্যায়ে ফেলে দিতে পারে যা ইসলামের দৃষ্টিতে

অবৈধ। ইসলামে অবশ্যই সুসংজ্ঞায়িত সীমার মধ্যে কবিতা, ছন্দ এবং বাদ্যযন্ত্রবিহীন আবৃত্তির অনুমোদন রয়েছে। তবে আল্লাহ যেমন মানুষকে নান্দনিক অনুভূতি দিয়েছেন, তেমনি এর সঠিক ব্যবহারবিধিও বলে দিয়েছেন।

কবিতা, ছন্দ, গান, বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ অতি প্রাচীন। সপ্তম শতকের মুসলিম সমাজ প্রাক-ইসলামী যুগ থেকেই তা উত্তরাধীকার সূত্রে লাভ করেছে। প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের ইসলামী বিদ্বানগণ এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে লেখালেখি করেছেন। এগুলোর মধ্যে আবুল-ফারায আল-ইসফাহানি (মৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৭ খৃ.) রচিত কিতাব আল-আগানি (সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ) ইউরোপে বেশ সাড়া ফেলে। এর কারণ হচ্ছে এতে ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিভিন্ন কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ও তথ্য। তবে এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। ইবনে সুরাইজ, সুকায়নাহ বিনতে আল-হুসাইন (মৃ. ১১৭/৭৩৬), ইবরাহিম আল-মাউসিলী (মৃ. ১৮৮/৮০৪)-সহ অন্যান্যদের নিয়ে বিভিন্ন কাহিনীকে লেখক রঞ্জিত করেছিলেন আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদকে (মৃ. ১৯৩/৮০৪) বিনোদিত করার জন্য।

খালিদ বেগ বিষয়টি খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে এ বিষয়ে আরবি, উর্দু ও ইংরেজি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীও বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত ইসলামের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কিতাবসমূহের তালিকা এবং প্রাসঙ্গিক কুরআন মাজীদের আয়াত ও হাদীসের সূত্রসমূহ থেকে সহজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখকের গভীর ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

লেখক এ কিতাবে দেখিয়েছেন যে, বাদ্যযন্ত্রবিহীন সামা (আল্লাহ ও তার রাসূলের গুণকীর্তনে রচিত হামদ, নাত বা মায)-এর সীমিত অনুমোদনকে কীভাবে কিছু সূফীরা পরবর্তীতে অপব্যবহার করেছে এবং আরও পরে কীভাবে সেই পরিস্থিতির অবনতি হতে হতে আজ কাওয়ালী-এর নামে সমাজে জায়গা করে নিয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে গান, আবৃত্তি এবং তাযবীদ (সঠিক উচ্চারণ) সহকারে কুরআনের তিলাওয়াতের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন আরবি শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে স্বতন্ত্র পার্থক্যগুলোর উপর চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত ও হাদীসসহ সাহিত্যের পাণ্ডিত্যমূলক সুগভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও সংযুক্ত করা হয়েছে। লেখক সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, জনপ্রিয় সঙ্গীত ইত্যাদি ইস্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও আলোচনা করেছেন এবং পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কোনগুলো জায়েয এবং কোনগুলো নাজায়েয।

ইংরেজি সাহিত্যে (বাংলা সাহিত্যেও) কিতাবটি এক অমূল্য সংযোজন। আলোচ্য বিষয়ের উপর লেখক তার সব গবেষণা একত্রিত করার পেছনে যে কঠিন পরিশ্রম করেছেন এবং শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস থেকেই নয়, বরং আরবি, উর্দু ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত সমসাময়িক বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে পাঠকের প্রশংসার দাবিদার। আল্লাহ তার এই চেষ্টাকে কবুল করুন।

সৈয়দ সালমান নদভী
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ
ডারবান-ওয়েস্টভিল ইউনিভার্সিটি
দক্ষিণ আফ্রিকা

মুখবন্ধ

এক বিকেল। গাড়ি চালিয়ে চার রাস্তার এক মোড়ে আসতেই লাল বাতি জ্বলে উঠল। থামলাম। তখন হঠাৎ পাশের লেনের এক গাড়ি থেকে বিকট আওয়ায কানে এল। গাড়ির চালক বয়সে তরুণ। সে তার গাড়ির রেডিওর ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্ভবত আর বাড়ানোর সুযোগ ছিল না। কারও প্রতি তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। নিজের ড্রাইভিং সিটে বসে গানের তালে তালে ডান-বামে দুলছে। আমি আমার গাড়ির দরজার গ্লাস উঠিয়ে দিলাম। ঐ গাড়ির মিউজিকের শব্দে মাথা ধরে আসছে। আমি ক্যাসেট প্লেয়ারে একটি ইসলামী বয়ান চালু করে এই উদ্ভট শব্দ থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম। একসময় সবুজ বাতি জ্বলল। গাড়ি চলা শুরু করল। তবে সেই গাড়িটার আশেপাশেও আর ঘেঁষিনি।

গাড়ির ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট দূষণ অনেকেই দেখে থাকেন। কিন্তু গাড়ির স্পিকারের দূষণ খুব মানুষই উপলব্ধি করেন। শব্দদূষণের প্রসঙ্গ আলোচিত হলে সমালোচকগণ যান্ত্রিক গাড়ির শব্দ অথবা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রপাতির আওয়াজের কথাই বলে থাকেন। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের বাজনার আওয়াজে যে শব্দদূষণ হয়, এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কী? অথচ খুব কম জায়গাই রয়েছে যেখানে এসব বাদ্যযন্ত্রের দূষণ পৌঁছেনি। এ দূষণ আমাদের অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে রেখেছে। এই জড়িয়ে ধরা কোমল মনে হলেও তা প্রাণঘাতী।

সেই তরুণ যুবক এই দূষণেরই স্বীকার। আমি তাকে দেখতে পাই লস এঞ্জেলস, লন্ডন, কুয়ালালামপুর, করাচি এমনকি জেদ্দাতেও। মনে হয় সে ঐ একই ব্যক্তি, একই পোশাকে সজ্জিত, একই অশিষ্ট কথাবার্তা

শুনছে, একই উন্মাদনায় শিহরিত হচ্ছে! নাশতার টেবিলের সমঘন দুধের মতো মিডিয়াযন্ত্র তার বিশাল ফাঁদে সারা বিশ্বের যুবকদের সংস্কৃতিকে সমমাত্রায় ঘনীভূত করে ফেলেছে। এই যুবক জানে না সঙ্গীত তার শ্রবণশক্তি, স্নায়ুশক্তি, শরীর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার আত্মার উপর কী প্রভাব ফেলছে। সে শুধু জানে, এটা এক মজা। আর পপ সংস্কৃতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য এটাই।

সঙ্গীতের এই বিস্তার এক ধরনের বোধহীনতা তৈরি করেছে যা এ জাতীয় বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য করে ফেলেছে। অথচ খুব নিকট অতীতেও এ ধরনের জিনিস ছিল অচিন্তনীয়। এই পরিবর্তনের অন্যতম স্মরণিকা হচ্ছে আজকের ক্রমবর্ধমান মুসলিম সঙ্গীতদল। কেউ কেউ এই ধারণায় সঙ্গীতের বর্মে সাজ লাগাচ্ছেন যে, তারা ইসলামের জন্য কাজ করছেন। অনেকের জন্য এর আবেদন বেশ সরল : বিষয়টি খুব গোলমেলে; আসুন শুধু একটু মজা করি। বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ সময় খরচ করা হয় এর পেছনে। এর সঙ্গে আছে মুসলিম বিশ্বে সঙ্গীত নিয়ে শ্রুতিকটু ধ্বনি। কোথায় নেই এর আলোচনা! কফি শপ থেকে শুরু করে চায়ের দোকান, তরুণ-যুবকদের আড্ডা, ইন্টারনেটের চ্যাটরুম - সবজায়গা দখল করে নিয়েছে এটা।

শ্রুতিকটু এই আওয়াজকে কমানোর জন্য এই কিতাবে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাদ্য-বাজনা ও গানের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী সেটা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিতাবটি প্রকাশের পেছনে রয়েছে পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের চেষ্টা-সাধনা। এর মাঝে আমি আরও দু'টি কিতাব রচনা করেছি, কিন্তু এই কিতাবটি প্রকাশে আমার বিক্ষিপ্ত গবেষণাগুলোকে সুসংহত করার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিতাবটি লেখার জন্য সবচেয়ে তাগিদ অনুভব করেছি এ কারণে যে, সঙ্গীতের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি আমাকে এমন এক প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন

করতে হয়েছে যারা এমটিভি ও এমটিভি যুগ দিয়ে প্রভাবিত 'ইসলামী সঙ্গীত' উভয়টির সঙ্গে অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে আমি কতটা সফল হয়েছি, তা বিচারের দায়িত্ব পাঠকদের।

এ কিতাবটি সংকলনে আমি বহু লোকের সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। কিছু প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন মুফতি তাকি উসমানি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। বইটির খসড়া পরিমার্জনা এবং গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করেছেন মুফতি যুবায়ের বাইত সাহেব। তিনি এর প্রকাশনায়ও বেশ আগ্রহ দেখিয়েছেন। ড. সালমান নদভী সাহেব কষ্ট করে বইটির দুটো খসড়া দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি যে পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে নজর দিয়েছেন এবং ব্যস্ততার ভীড়ে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময় দিয়েছেন, সেজন্য আমি তার কাছে গভীরভাবে ঋণী। বলাবাহুল্য, বইতে যদি কোনো ভুল বা ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে সেজন্য কেবল আমিই দায়ী।

অন্যান্য কিতাবের মতো এটিও আমার সন্তানদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক গবেষণা থেকে শুরু করে প্রেসের জন্য ক্যামেরা তৈরি-কপি প্রস্তুতি পর্যন্ত সব ব্যাপারে আমার ছেলে মুনীব বেশ সাহায্য করেছে। ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পরপরই সে এর পেছনে পুরো সময় নিয়োগ করেছে। তথ্যসূত্রগুলোকে দু'বার করে যাচাই করেছে। আরবি থেকে ইংরেজি অনুবাদ যাচাই করেছে। খসড়া প্রস্তুতকালীন সময়ে লাগাতার মতামত দিয়ে গেছে। আমার দুই মেয়ে আরীবা ও সুমাইয়া পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করেছে। অনেক বিষয় এবং তা উপস্থাপনের কৌশল নিয়ে তাদের সঙ্গে উদ্দীপ্ত আলোচনা হয়েছে। নির্ঘণ্টে জীবনীমূলক নোটগুলোর পেছনেও তাদের অবদান রয়েছে। এগুলো সবই আরবি উৎস থেকে। তাছাড়া তারা প্রুফরিডিংয়েও সাহায্য

করেছে। আল্লাহ তাদের সুরক্ষিত রাখুন! দুনিয়া ও আখিরাতে অঢেল সাওয়াব দিন!

কুরআন ও হাদীস বিশেষজ্ঞ, সূফীসাধক, আইনজ্ঞ, জ্ঞানীগুণী ও ইতিহাসবিদদের সঙ্গে আমার জন্য এ ছিল এক ফলপ্রসূ অভিযাত্রা। প্রাচ্যবিদদের নিবেদিত কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও ছিল বেশ শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। 'সঙ্গীতের প্রতি মুসলমানদের অবদানের' প্রতি তাদের বদান্যতা চোখে পড়ার মতো। ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে হলেও, তাজবীদের জটিল বিষয়গুলো রপ্ত করার ব্যাপারে তাদের চেষ্টা আলাদাভাবে নজর কেড়েছে। সঙ্গীতের পুরো বিষয়ে রয়েছে বিশাল ঐতিহ্য এবং বড় চ্যালেঞ্জ। আশা করি এবং দু'আ করি এই বিশাল ঐতিহ্য ও চ্যালেঞ্জ বুঝতে কিতাবটি পাঠকদের সাহায্য করবে। একই সঙ্গে সঙ্গীতের বিষয়টিও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খালিদ বেগ
জুমাদিউল উলা ১৪২৯/ মে ২০০৮

ভূমিকা

একবার দু'জন শ্রমিকের গান গাওয়ার দৃশ্য দেখে ইবনে আল-জাওযি রহ. (মৃ. ৫৯৭/১২০০) তার বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ সাইদুল-খাতির-এ একটি কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। একটা ভারী গাছের গুঁড়ি বহন করার সময় তারা পালাক্রমে গান গাচ্ছিল। যখন একজন গাইত, তখন অন্যজন মন দিয়ে তা শুনত। এরপর হয় সে সেটা পুনরাবৃত্তি করত অথবা নতুন ছন্দে গান গেয়ে উঠত। কাজকে সহজ করার ক্ষেত্রে গানের এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পর্কে ইবনুল-জাওযী রহ. বিস্মিত হয়ে লেখেন :

> 'আমি এর কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। আমার বুঝে এল যে, তাদের প্রত্যেকেই অন্যজনের গানের প্রতি নিবিষ্ট ছিল, তা শুনে সে পুলকিত হতো এবং এর বিপরীতে কী সাড়া দেবে তা নিয়ে ভাবত, ফলশ্রুতিতে এ চিন্তার পরম্পরায় কঠিন ভার বহন করার কষ্ট ভুলে যেত।'[২]

তারপর তিনি বলেন যে, পার্থিব জীবনে আমাদের সবাইকেই কঠিন বোঝা বহন করতে হয়। আমাদের নফস (আত্মা)-কে ধৈর্যশীল রাখতে হয় যখন সে যা ভালোবাসে তা থেকে বঞ্চিত হয় অথবা যা ঘৃণা করে তার মুখোমুখি হয়। 'তাই আমি অনুধাবন করলাম যে, ধৈর্যের এই পথ পার হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে অন্যকিছুতে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া।' উদাহরণ হিসেবে তিনি এক সূফীসাধকের সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সূফীসাধক তার এক শিষ্যকে নিয়ে সফর করছিলেন। একসময় তাদের খুব পিপাসা লাগল। তিনি তার শিষ্যকে আশ্বাস দিতে থাকেন যে, সামনের কুয়া থেকেই তারা পানি পান করবেন। তাৎক্ষণিক কাঠিন্য থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে নেওয়ার ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। শ্রমিকেরা তাদের গানের মাধ্যমে যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে মনোযোগকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার সদ্ব্যবহার।

[২] ইবনে আল-জাওযি, সাইদুল খাতির, ৭৮

তবে ইবনুল জাওযীই আবার তার তালবীস ইবলীস (শয়তানের ধোঁকা) বইতে সঙ্গীতের নিন্দা করেছেন :

> 'আপনার জানা উচিত যে, সঙ্গীত শোনার ফলে দুটো জিনিস ঘটে। প্রথমত, এটা মহান আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং তার ইবাদত করা থেকে মনকে বিভ্রান্ত করে। দ্বিতীয়ত, এটা দ্রুত আনন্দ লাভের দিকে মনকে ঝুঁকিয়ে দেয় যাতে সব ইন্দ্রিয়জাত চাহিদা পূর্ণ করা সম্ভব হয়।'[৩]

অন্য অনেকের মতোই, তিনি এরপর সমর্থন করেন যে, বিয়ের আগে নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক এবং বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের বশীকরণ তাবিজ হচ্ছে সঙ্গীত।

ইসলামী আলাপ-আলোচনায় সঙ্গীতের ব্যাপারে বিতর্কের প্রকৃতি বোঝার জন্য উপরোক্ত দুটি বিবৃতির মধ্যে আপাত সংঘর্ষ কাজে দিতে পারে। চলুন, আমরা সাধারণভাবে ধরে নেই যে, সঙ্গীতের ব্যাপারে ইসলামী উৎসগুলোতে কেবল এ দু'টি অনুচ্ছেদই রয়েছে। তাহলে আমরা এই বিতর্কে বিভিন্ন দলগুলোর যুক্তিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। যারা সঙ্গীতকে সমর্থন করে, তারা প্রথম অনুচ্ছেদটি ব্যবহার করবে এবং যুক্তি দেখাবে যে, জীবনের বোঝা হালকা করার জন্য সঙ্গীত অপরিহার্য। তারা আরও যুক্তি দেখাবে যে, ইবনে আল-জাওযী নিজে গান শুনেছেন (কেননা, তিনি শ্রমিকদের গান শুনেছিলেন)। তাদের বিরোধীরা অবশ্যম্ভাবীভাবে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে দেখাবেন যে, সঙ্গীত হারাম। অন্যদিকে অরিয়েন্টালিস্টরা দুটো অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে 'প্রমাণ' করবে যে, এই বিষয়ে ইসলামের বিধি ছিল ধোঁয়াশাচ্ছন্ন এবং পরস্পরবিরোধী। ফলে ইসলামে সঙ্গীত নিয়ে তর্ক কখনই সমাধান করা যাবে না।

বাস্তবে, দু'টি বিবৃতির মধ্যে কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ, এগুলোতে দু'টি ভিন্ন পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। প্রথমক্ষেত্রে কাজ-কর্মে জায়েয গানের

[৩] ইবনে আল-জাওযি, তাবলীস ইবলীস, ১৯৫

কথা বলা হয়েছে; আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে অনর্থক বিনোদনের জন্য গান হারাম হওয়ার বিষয়টি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কাজ আমাদের করতেই হবে, সে কাজের ধকল ভোলা। আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে আমাদের মূল কাজটাকেই ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুটো পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য করার অনীহা বা অক্ষমতাই বিষয়টিকে অসমাধানযোগ্য বিবেচনা করার মূল কারণ।

উদাহরণস্বরূপ, জেমস রবসন (James Robson), তার *Tracts on Listening to Music* গ্রন্থে এই বলে শুরু করেছেন, 'মুসলিমদের মধ্যে সঙ্গীতের বৈধতার প্রশ্নটি দীর্ঘসময় ধরে বিতর্কের বিষয়। এটা এমন এক বিতর্ক যা কখনো মীমাংসা করা যাবে না।'[৪] বারবার অবিরত ধৃষ্টতাপূর্ণ এই দাবি করা হচ্ছে। আর আজকাল অনেক মুসলিম একে গ্রহণও করে নিয়েছে। প্রায়ই শোনা যায় যে, সঙ্গীতের প্রশ্নে মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যে কোনো ঐকমত্য নেই। এমন দাবি এই স্বীকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে যে, বর্তমান সময়ের সঙ্গীতের ব্যাপারে ইসলামী আইনের সব মাযহাবে স্পষ্ট ঐকমত্য আছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বেশিরভাগ সঙ্গীত যেগুলো আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায় সেগুলোতে যে হানাফী, মালিকী, শাফেঈ, হাম্বলী এবং সূফীদের পক্ষ থেকে তীব্র আপত্তি রয়েছে, তা সাধারণত আমলে নেওয়া হয় না। আর যে গুটিকয়েক বিদ্বান সঙ্গীতের ব্যবহারকে সমর্থন করেন, তারা কিন্তু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার ভেতরেই করেন। কিন্তু যারা সঙ্গীতের ব্যাপারে সমর্থন চান, তারা এগুলোকে উপেক্ষা করেন।

এই স্পষ্ট ঐকমত্য আর এ ব্যাপারে অজ্ঞতা দুটোই বেশ লক্ষণীয়। কেননা শিক্ষিত মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় আলোচনায় 'মাযহাবগুলোর মধ্যে ভিন্নতা'-কে নিয়ে সচরাচর পরিতাপ করেন। আমাদের মধ্যে সব সমস্যার জন্য এই ভিন্নতাকে দায়ী করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু যখন ভিন্নতাগুলো উবে যায়, তখন সেটা খেয়াল করতে ব্যর্থ হই। কিংবা আরও বাজে হচ্ছে, ভিন্নতা না থাকলেও এটা আছে - এই কানকথায় বিশ্বাস করি।

[৪] জেমস রবসন, *Tracts on Listening to Music*, ১

বেশ কিছু প্রভাবক আমাদের মনোভাবকে ঠিক করে দেয়। আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, আমরা কখনও না কখনও জীবনে গান শুনেছি। হোক সেটা রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন কিংবা আজকের ইন্টারনেট ও সেল ফোনে। আমরা দেখেছি, সঙ্গীতজ্ঞদের সেলিব্রেটি হিসেবে কদর করা হয়। মিডিয়া থেকে একটানা আগত সঙ্গীতের প্লাবন আর বড় বড় যেসব এন্টারপ্রাইজগুলোর সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রোপাগান্ডার প্রভাবে আমরা এমনটা চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সঙ্গীত স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য বিষয়। কোনোভাবেই এটা থেকে সরে যাওয়া যাবে না।

এগুলো সবই সাম্প্রতিক সময়ের। খুব বেশি দিন হয়নি, যখন সঙ্গীতকে আজকের মতো হরহামেশা ঘটে যাওয়া কোনো ব্যাপার বা অতটা গ্রহণযোগ্য মনে করা হতো। সর্বদা যে জিনিসটা পুরোপুরি স্বীকার করা হয় না, তা হচ্ছে, মুসলিম সমাজে এই বিশাল পরিবর্তন আনার পেছনে ঔপনিবেশিকতাবাদ গত তিন শতাব্দী জুড়ে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। বহুমুখী এই আক্রমণে নিবেদিতপ্রাণ অরিয়েন্টালিস্টদের থেকে আলেমদের কাজগুলোও উল্লেখ করা হয়। দেখানো হয় সঙ্গীতের ঐতিহাসিক বৈধতা। সঙ্গীতে আমাদের অবদানের জন্য করা হয় প্রশংসা।

আল-আযহারের দেওয়া ফাতওয়ার মতো বহুল-প্রচারিত যেসব ফাতওয়াতে সঙ্গীতকে হালাল লেবেল দেওয়া হয়, সেগুলো এই অতীত ঔপনিবেশিকতাবাদের ফল। তারা আমাদের চিন্তাভাবনাকে ঘোলাটে করতে চায়। এই বিষয়ের উপর আলেমদের বৈধ মতপার্থক্য যেটা আছে সেটাকে কটুভাবে জোরাল করে তুলে ধরতে চায়। এই কুয়াশার মাঝেই মুসলিম বিশ্বে ফুলে-ফেঁপে ওঠে মিউজিক।

সঙ্গীতের ব্যাপারে 'আলিমদের মধ্যে প্রকৃত ঐকমত্য ও বিতর্ক এবং এর জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য বিশাল। আমাদের অনেকেই শুনেছি যে, যেসব হাদীসে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার সবই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। আমরা শুনেছি, প্রসিদ্ধ সূফীসাধকগণ সঙ্গীত বাজিয়েছেন। উপভোগ করেছেন। শুনেছি ইমাম গাজালী ও ইবনে হাযামের মতো বড় বড়

ব্যক্তিরা এর উৎসাহী সমর্থক। এই মত যারা ধারণ করেন, তাদের অনেকেই হয়ত এ ব্যাপারে জানেন না যে, ইমাম গাজালী তো যুবকদের জন্য সামা (সূফী আধ্যাত্মিক গান)-কেই নিষিদ্ধ বলেছেন, গান তো দূরের কথা। বেশিরভাগ বাদ্যযন্ত্র, যেমন : সুষির যন্ত্র (Wind Instruments), ততযন্ত্র (String Instruments) ও ড্রাম এগুলোকে নিষিদ্ধ বলেছেন। এমনকি অনুমোদিত সামা-এর সঙ্গে অতিরিক্ত জড়িত হওয়াকে নিষিদ্ধ করেছেন। তারা হয়ত এটাও জানেন না যে, সামার উৎসাহী সমর্থক আহমাদ আল-গাজালী (ইমাম গাজালীর ভাই) বেশিরভাগ বাদ্যযন্ত্রকে নিষিদ্ধ বলেছেন। সামা মজলিসগুলোতে নারীদের উপস্থিতিকে অনুমোদন দেননি। আল-গানি আন-নাব্‌লসী যুবকদের বেশিরভাগের জন্য সামাকে হারাম বলেছেন। আর বেশিরভাগ শ্রদ্ধেয় হাদীস বিশেষজ্ঞরা এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, সঙ্গীত নিষিদ্ধকারী সব হাদীস দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য।

অবশ্য প্রথমে আমাদের দেখতে হবে, এই আলোচনায় যেসব আলেমদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, তারা আসলেই কী বলেছেন এবং যা বলেছেন তা দিয়ে কী বুঝিয়েছেন। আমাদের অতীত ইতিহাসেও ফিরে যেতে হবে এবং যেসব সামাজিক শক্তি এই ইস্যুটি সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের মন-মস্তিস্ককে বিকৃত করেছে, সেসব শক্তিগুলোও পরীক্ষা করতে হবে। সুতরাং অমীমাংসীত বিতর্কিত বিষয়সমূহ মীমাংসা করা এ কিতাবের উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐসব বহিঃশক্তিগুলোর স্বরূপ উন্মোচনক করা এবং সঙ্গীত বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমদের ঐতিহাসিক আলোচনাকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করা যাতে বিতর্ককে সীমিত করা সম্ভব হয়। সঙ্গীত প্রশ্নে কোনো সাহসী নতুন উত্তর দেওয়া আমার লক্ষ্য নয়। বরং সুপরিচিত বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে যেসব উত্তর দিয়েছেন সেগুলো ব্যাখ্যা করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। ফলশ্রুতিতে আমরা সহজেই সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম বিশ্বের ভেতরে-বাইরে বিভিন্ন এলাকা থেকে উত্থাপিত নতুন উত্তরগুলো পর্যালোচনা করতে সক্ষম হবো।

পরিভাষা

ঐতিহাসিক বিতর্ক বোঝার ক্ষেত্রে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যারা সঙ্গীতের বিরোধিতা বা সমর্থন করেছেন, তারা আসলে কীসের বিরোধিতা

বা সমর্থন করেছেন? কেন এটা কিছু মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, অন্যদের জন্য নির্মল বিনোদন, আবার অন্যদিকে অন্যদের জন্য আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার মাধ্যম? তারা কি সবাই একই বিষয় নিয়ে কথা বলছেন? এটা পরিভাষার প্রশ্ন। মূআইসিকী (উর্দূতে মূসীকী) শব্দটি গ্রিক শব্দ মৌসিকে (Mousike) থেকে আরবীতে রূপান্তর করা হয়েছে [এখান থেকেই ইংরেজিতে *Music* (মিউজিক) শব্দের উৎপত্তি]। আব্বাসী শাসনের সময় গ্রিক সাহিত্য অনুবাদের হাত ধরে এর প্রবেশ। ইসলামী পবিত্র বিধির উৎসপাঠগুলোতে আমরা এই শব্দ খুঁজে পাই না। এখানে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হলো গিনা (غِنَاء), মাযামীর (مزامير), মা'আযিফ (معازف) ও মালাহী (ملاهى)।

গিনার অনেকগুলো অর্থ আছে : গান, কণ্ঠসঙ্গীত, প্রলম্বিত ও মধুর সুর সম্বলিত কণ্ঠের উচ্চারণ, কণ্ঠ উঁচু করা এবং বাধাহীনভাবে গেয়ে চলা। এটা দিয়ে গানের সুরে গাওয়া কবিতা ও পঙক্তিও বোঝায়। এই একই শব্দের মূল ধাতু অনির্ভরতার অর্থও বোঝায় এবং যা অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। সূফীয়ান ইবনে উয়াইনাহ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে[৫] বলা হয়েছে,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ

'আল-কুরআন নিয়ে যে সন্তুষ্ট নয়, সে আমাদের শামিল নয়।' অন্যদিকে ইমাম শাফেঈ এই হাদীসের অর্থ করেছেন এভাবে যে, 'আল-কুরআন যে বিধুর ও কোমল স্বরে পড়ে না, সে আমাদের শামিল নয়।'

গিনার এই দ্ব্যর্থবোধক অর্থ হাসান আল-বাসরীর একটি ঘটনায় উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গিনার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তিনি বললেন, 'এটা ভালো জিনিস। এর মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন গড়ে ওঠে, দুঃখ দূর হয় এবং ভালো বিষয়সমূহ সম্পাদিত হয়।' ঐ লোক তখন বলল যে, তিনি আসলে এই গীনা (মানে সমৃদ্ধি)-কে বোঝাননি, অন্য কিছু বুঝিয়েছেন। হাসান আল-বাসরী রহ. তখন তাকে

[৫] আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত, বুখারী, সহীহ, নং ৭৬২১

ব্যাখ্যা করতে বললেন। সেই লোক তখন পুরো শক্তি দিয়ে গান গাইতে লাগল, তার চোয়াল ও নাক প্রসারিত হলো, চোখ স্ফীত হলো। হাসান রহ. বললেন, 'আমি কখনো ভাবিনি যে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নিজের ইচ্ছায়, এই পর্যায়ে পৌঁছাবে যা আমি দেখছি।'[৬] এটা সুবিদিত যে, হাসান আল-বাসরী রহ. দৃঢ়ভাবে গিনার বিরুদ্ধে ছিলেন। এভাবেই তিনি হয়ত দৃঢ়ভাবে তার মত ব্যক্ত করেছেন।

গানের বেলায় গিনার ইতিবাচক নেতিবাচক দুটো অর্থই থাকতে পারে। এটা হতে পারে শখের বশে উচ্চঃস্বরে কিছু গাওয়া। আবার হতে পারে পেশাদার গান। ইবনে আল-জাওযী আরবের গিনার আসল উদাহরণ হিসেবে হাজী, সৈন্য ও উটচালকদের গান গাওয়া উল্লেখ করেছেন।[৭] এই অর্থে তিনি এটাকে ইনশাদুর সাথে অদলবদল করে ব্যবহার করেছেন। উপরে শ্রমিকদের যে কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তিনি এই অর্থেই গান গাওয়া উল্লেখ করেছেন। ইনশাদ শব্দটি এসেছে নাশদ থেকে। এর অর্থ কারও গলার আওয়াজ উঁচু করা। ইনশাদ মানে উঁচু আওয়াজে কবিতা আবৃত্তি করা। ইবনে আল-জাওযী লিখেছেন,

> 'হাজীরা হজে যাওয়ার পথে কবিতা আবৃত্তি (ইয়ুনশিদূন) করতেন। এসব কবিতায় তারা কাবাহ, যমযম ও মাকামে ইবরাহিমের প্রশস্তি গাইতেন। কখনো কখনো তারা আবৃত্তির সময় ঢাক পেটাতেন। এ ধরনের কবিতা শোনা অনুমোদিত। কিন্তু যে গান তার্ব (طرب) তৈরি করে এবং মধ্যপন্থা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় সেগুলো অনুমোদিত না।'[৮]

সঙ্গীতের মধ্যে সমস্যাযুক্ত যে উপকরণটি আছে সেটা উদ্দেশ্য করে এখানে একটি মূল শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে : তার্ব। এর অর্থ অতিআনন্দ অথবা

[৬] আল-আলুসি, রুহুল মা'আনী, সূরা লুকমান, আয়াত ৬, ২১:১০১ (৭৪-৭৫)। বিস্ময়কর এবং দুর্ভাগ্যক্রমে একজন সঙ্গীত প্রবক্তা, আব্দুল গণী আল-নবুলসি, এ গল্পের প্রথম অংশটুকু উদ্ধৃত করে এ সংশয়ের সৃষ্টি করেছেন যে, হাসান আল-বসরী সঙ্গীতের প্রশংসা করেছেন। দেখুন আল-নবুলসি, ইযা আল-দালালাত, ৩৫

[৭] ইবনে আল-জাওযি, তাবলিস ইবলিস, ১৯৫

[৮] প্রাগুক্ত

অতিদুঃখের সঙ্গে সম্পর্কিত আবেগ। এটা দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখকেও বোঝায়। মুতরিব হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি তার কণ্ঠ ও গানের মাধুর্য দিয়ে অন্যের মধ্যে তার্ব তৈরি করেন। দশম অধ্যায়ে আমরা দেখব, সাধারণ গানে যখন যন্ত্র ও পেশাদারী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার্ব যোগ করা হয় তখন আমরা নিষিদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করি। ইসলামী আইনজ্ঞদের কাছ থেকে আমরা বাদ্যযন্ত্রের নিষিদ্ধতা নিয়ে যেসব বিবৃতি পাই, সেগুলোতে তারাবের অনুভূতি তৈরিকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ইবন আল-জাওযী দেখিয়েছেন যে, পরবর্তী সময়ে গিনা দিয়ে কেবল তার্বকে বোঝানো হয়েছে। গান গাওয়ার অনুমোদিত ধরনগুলো উল্লেখ করার পর তিনি সেসব ভালোবাসার কবিতার কথা বলেছেন, যেখানে নারীদের সৌন্দর্য ও মদপানের আনন্দের কথা বলা হয় :

> 'এ ধরনের গানের জন্য তারা নতুন সুর উদ্ভাবন করেছে। এগুলো একজন ব্যক্তির পরিমিতি বোধের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। মন্দ কামনাকে উসকে দেয়... তারা এগুলোর সাথে যোগ করেছে লাঠি দিয়ে সঙ্গীত পরিচালকের নির্দেশদণ্ড, সুরতাল, বেল ও বাঁশি। আজকাল একেই গিনা বলা হয়।'[৯]

পূর্বে আল-তুরতুশী (মৃ. ৫২০/১১২৬) এই একই সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আক্ষরিকভাবে গিনা মানে আওয়াজ উঁচু করা। কিন্তু নিত্যদিনের ব্যবহারে (উর্ফ) এর অর্থ হচ্ছে সেসব সুরেলা গান যা তার্ব তৈরি করে।[১০] এ থেকে বোঝা যায়, অগ্রহণযোগ্য গিনা থেকে একে আলাদা করার জন্য পরবর্তী সূফীরা সামা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমান সময়ে নাশীদ শব্দটির ব্যবহারও এ কারণে। বিষয়টা বেশ কৌতুহল জাগায়। কারণ যারা এই পরিভাষাটা ব্যবহার করেন, তারা এই দাবি করেন যে, ইসলামে সঙ্গীত সাধারণভাবে অনুমোদিত। সঙ্গীত অনুমোদিত হতে পারে। কিন্তু একে নাশীদ বললে একে আরও বেশি অনুমোদিত মনে হতে পারে।

[৯] প্রাগুক্ত

[১০] আল-তুরতুসি, কিতাব তাহরিম আল-গিনা, ২১২

গিনার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য যেসব পরিভাষা আমাদের কৌতুহল জাগাতে পারে তার মধ্যে রয়েছে এর থেকে উৎপন্ন শব্দ মুগান্নী। এর মানে হচ্ছে সেসব পেশাদার পুরুষ যারা গিনা করেন। এর স্ত্রীবাচক শব্দ হচ্ছে মুগান্নিয়াহ। এ শব্দদুটোর ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই। সবসময়ই এগুলো নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। গিনার উরফী অর্থের মতোই। আক্ষরিক অর্থে যে হাদীসটিতে গিনার অনুমোদন দেখা যায়, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সেই হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট, যে মেয়েরা গান গাচ্ছিল তারা মুগান্নিয়াহ না। (এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, মুগান্নীরা তাদের পেশার সমর্থনে এই হাদীসটা পেশ করে থাকে।)

আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে মাযামীর। এটা মিযমার (مزمار)-এর বহুবচন। যামার শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। এর অর্থ যেকোনো ধরনের বাতাসি যন্ত্রে ফুঁ দেওয়া। মিযমার হচ্ছে সাঙ্গীতিক বাঁশি। যে কারণে এটা দিয়ে সুরনায়, কারজাহ, নায়, শাব্বাবাহ ও ইয়ারা-এর মতো যেকোনো বাঁশি বা পাইপকে বোঝায়। তবে রূপক অর্থে এটা এমন কথাকে বোঝায় যেখানে কারও কণ্ঠের মাধুর্য প্রকাশ পায়। আবূ মূসা আল-আশ'আরি রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী দাউদ আলাইহিস সালামের যাবুর গাওয়াকে এই অর্থেই উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে যাম্মারাহ (যেসব নারীরা গান গায় ও মিযমার বাজায়) দিয়ে পতিতা ও গায়িকাদের বোঝায়। এটা ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতার পরিচায়ক। এটা দিয়ে বাঁশিও বোঝায়।

বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক পরিভাষা হচ্ছে মালাহী (বিনোদন যন্ত্র)। মা'আযিফ-এর সমার্থ হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ (বাদ্যযন্ত্র)। মি'যাফ অথবা 'আযফ-এর বহুবচন মা'আযিফ। সব ধরনের তারযুক্ত, বাতাসের সাহায্যে কিংবা আঘাত দিয়ে বাজাতে হয় এমন সব যন্ত্রের জন্য এই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে আছে দফ, তম্বুরা ও শাব্বাবাহ। মালাহী শব্দটির মাঝেই একে ঘৃণা করার কারণ বিদ্যমান। এটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

বর্ণনার সহজবোধ্যতার জন্য সংশ্লিষ্ট শব্দের (যেমন, গিনা, সামা, লাহব এবং মালাহী) মূল আরবি পরিভাষা ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। অনেক

বাদ্যযন্ত্রের নামের বেলায়ও তা করা হয়েছে। মূলত এসব শব্দের সাদামাটা ইংরেজি অনুবাদে অর্থের বিকৃতির সম্ভাবনা রয়েছে। উপরে আলোচিত উরফী অর্থে গিনা ব্যবহার করা হয় পেশাদার গানের জন্য (অধিকাংশই বাদ্যযন্ত্রসহ)। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তারব সৃষ্টি করা। সূফীদের আধ্যাত্মিক গানকে বলা হয় সামা। লাহব মানে যে কোনো ধরনের চিত্তরঞ্জন বা অলস সময় কাটানো। মালাহী ও মা'আযিফ মানে বাদ্যযন্ত্র। এটা করার সময় ড. ইসমাঈল রাজী আল-ফারূকীর পরামর্শও আমার দৃষ্টি কেড়েছে। *Toward Islamic English* বইতে তিনি যেসব আরবি শব্দের এমন কোনো ইংরেজি পরিভাষা নেই যা একই অর্থ দিতে পারে, সেসব শব্দের মূল আরবি পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে বলেছেন। তিনি লিখেছেন: '... অর্থের বিশ্বস্ততার উপর ইংরেজি পরিভাষার প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বস্ততাকে প্রাধান্য দেওয়ার কোনো অধিকার নেই।'

কিতাবটির বিন্যাস

বইটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি এবং তা প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু সবকিছু কবিতা দিয়ে শুরু, সেহেতু প্রথম অধ্যায়ে কবিতার ব্যাপারে ইসলামীক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আরবি কবিতায় এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু বিখ্যাত প্রাচ্যবিদরা যে দাবি করেছেন, কবিতার উপর ইসলামের কোনো প্রভাব নেই, আমরা সেটা পরীক্ষা করেছি। প্রাক-ইসলামী সমাজে কবিদের মর্যাদা ও ভূমিকা এবং ইসলাম কাব্যসাহিত্যে যে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইসলাম কিছু কবিতাকে নিন্দা করেছে, অন্যগুলোকে অনুমতি দিয়েছে আবার কিছু কিছু কবিতাকে উৎসাহিত করেছে।

ঔপনিবেশিক সময়ের আগ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বে সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি মূলত সঙ্গীতের প্রতি মুসলিম সমাজের মনোভাব নিয়ে একটি ব্যাপক নিরীক্ষা। যেহেতু তখন সঙ্গীত ও সুরকারদের অস্তিত্ব ছিল, সেহেতু একে এর বৈধতার পেছনে ঢাল হিসেবে

ব্যবহার করা হয়। কাজেই প্রশ্ন জাগে যে, এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মুসলিম সমাজের চিন্তা-ভাবনা কী ছিল। আমাদের ইতিহাস জুড়ে আলেমগণই বা কী বলেছেন? সংযুক্তি ২-এ আরও বিস্তারিত দেওয়া আছে। এখানে আমরা ইসলামের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে বিখ্যাত বিদ্বানদের যেসব বই লেখা হয়েছে সেগুলোর প্রকাশের সময়ক্রম উল্লেখ করেছি।

আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপীয় শক্তির আধিপত্য মুসলিম ভূমিগুলোতে কায়েম হওয়ার পর মুসলিম মনোভাবে বিশাল পরিবর্তন আসে। প্রচারমাধ্যমের বিপ্লব এই হামলায় আরও শান দেয়। ঔপনিবেশিকতার সাথে গ্রামোফোন, রেডিও, সিনেমা ও টেলিভিশনের মতো উদীয়মান বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম চিত্রকে এমনভাবে পাল্টে দিয়েছে যেটা ধারণার বাইরে। আর সে ধারা আজ চলছে মিউজিক ভিডিও, ইন্টারনেট ও মুঠোফোনের মাধ্যমে। আধুনিক প্রযুক্তি এ ব্যাপারে আমাদের মনোভাবকে কী ভাবে গড়ে তুলছে সে ব্যাপারে আলোচনা না করলে সঙ্গীত নিয়ে আমাদের আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায়। আসলে, পশ্চিমা প্রযুক্তিকে বাছ-বিচারহীনভাবে গ্রহণ মুসলিম সমাজে যে ফাটল তৈরি করেছে তা প্রচণ্ড। এগুলো নিয়ে খুব কমই কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তূষারস্তূপের চূড়ায় কেবল স্পর্শ করা হয়েছে। আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে এসব প্রযুক্তি মুসলিম বিশ্বে রোপণ করা হয়েছে এবং তার ফলাফল কী ছিল।

এর সঙ্গে ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচারাভিযান। যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রাচ্যবিদরা। ঔপনিবেশিক সশস্ত্রবাহিনীর বন্দুকের সাথে যাদের কলম চলেছে পাল্লা দিয়ে। এদের মূল হোতা ছিলেন হেনরি জর্জ ফার্মার। আমরা মূলত তার কাজই বেশি দেখব। তবে ইসরায়েলি অরিয়েন্টালিস্ট অ্যামনন শিলোয়াহর কাজও আমরা সংক্ষিপ্তভাবে দেখব। সঙ্গীতের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের সাথে ইসলামের রেকর্ডের তুলনার দিকে এই আলোচনা আমাদের নিয়ে যাবে। এগুলোই অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মাথায় থাকলে আজকে আমরা যে-জায়গায় পৌঁছেছি সেটা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব। সঙ্গীতের ব্যাপারে

আমাদের এই দুর্গতি বুঝতে পারব। এভাবে আমরা পৌঁছে যাব দ্বিতীয় অংশে। এখানে আমরা দেখব ইসলামের উৎসপাঠগুলো ও তাদের ব্যাখ্যা। এগুলো সম্মানিত আলেমদের থেকে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে আল-কুরআনের যে আয়াতে গিনা ও মালাহীর নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। অন্য একটি আয়াত নিয়েও আলোচনা করা হবে, যে আয়াতটিকে কিনা সঙ্গীতের অনুমোদন আছে বলে দাবি করা হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হবে সেসব হাদীসগুলো যেগুলো সঙ্গীত হারামের কথা বলা আছে। আবার যেগুলো দেখলে মনে হয়, অনুমোদন আছে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। গুটিকয়েক বিশুদ্ধ হাদীস এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর আলোচনা করা হয়েছে এগুলোর বিশুদ্ধতা ও ব্যাখ্যা নিয়ে। সপ্তম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের মধ্যে প্রাধান্যবিস্তারকারী মতগুলো।

'ইসলামী সঙ্গীত'-এর ব্যাপারে যে আপাত সমর্থন পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই এসেছে সূফী ধারা থেকে। তাদের কেউ কেউ এটা ধর্মীয় উৎসাহে করেছেন। যারা সঙ্গীতের সমর্থক তারা অবধারিতভাবেই কিছু সূফীদের নাম উল্লেখ করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। সূফী মতের সাধারণ আলোচনার সাথে এই অধ্যায়ে আমরা ইমাম গাযালী, তার ভাই আহমাদ আল-গাযালী ও শাইখ আবদুল গণী আন-নাব্‌লসীর যুক্তিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। গভীরভাবে দেখেছি তারা আসলেই কী বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অনেক লোক এটা হয়ত উপলব্ধি করেন না যে, তারা সামাকে সমর্থন করলেও কঠিনভাবে তারা মালাহীর বিরুদ্ধে ছিলেন। সূফীরাই সামাকে পিচ্ছিল পাথর বলেছেন। আর এভাবে স্পষ্ট করে এর বিপদকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাসে কেবল দুজন বিখ্যাত ব্যাক্তির নাম পাওয়া যায় যারা লাহ্‌ও ও মালাহীকে অনুমোদনের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তারা হলেন ইবনে হায্‌ম ও ইবনে তাহির আল-মাকদিসি। তাদের তর্কগুলো আমরা দেখব নবম অধ্যায়ে। আমরা দেখব কেন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞরা তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান